ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৫/০১/২০১৮ ।।

কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ০৫ জানুয়ারী ।। কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির পর্যালোচনা সভা সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ ও উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। সভাপতিত্ব করেন কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরাণী দেবনাথ।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ ইচাই নতুন বাজার থেকে কালাছড়া ব্লক পর্যন্ত রাস্তার মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করতে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন। এছাড়া ব্লক এলাকায় পূর্ত দপ্তরের হাতে নেওয়া কাজ যথা সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা শিবির করতে তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন। কালাছড়া ব্লক এলাকায় বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত রূপায়ণ করার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় আলোচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরাণী দেবনাথ প্রমুখ ।

সভায় ব্লকের বি ডি ও আশীষ বিশ্বাস জানান, চলতি অর্থবছরে এম জি এন রেগায় কালাছড়া ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১টি এ ডি সি ভিলেজ এলাকায় গড়ে ১৯.১৩ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) চলতি অর্থবছরে ২৯৬টি বাস গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলছে। প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্প কালাছড়া ব্লক এলাকায় ২৩৪টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত (কুশ) প্রকল্পে দারিদ্র সীমার নীচে ও দারিদ্র সীমার উপরে বসবাসকারী এখন পর্যন্ত ৮১৫টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এম.জি.এন রেগায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি ৩৩৮টি পরিবারকেও শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সি.ডি.পি.ও. আলোচনা কালে জানান, কালাছড়া ব্লক এলাকায় ৭ হাজার ৩৫৪ জন বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন। সভায় কৃষি, মৎস্য, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, বিদ্যুৎ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। সভায় ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১টি এ.ডি.সি ভিলেজের প্রধান ও চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সচিব, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তেপানিয়ায় আইনী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ০৫ জানুয়ারী ।। রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে সম্প্রতি তেপানিয়া কমিউনিটি হলে দুই দিন ব্যাপী আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনের আইনি সচেতনতা শিবিরের সূচনা করেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা ড. প্রণতী মোদক। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিজন চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল দেবনাথ,পূর্ণশক্তি কেন্দ্রের জেলা সমন্বয় আধিকারিক প্রণব পাল, গোমতী জেলার এস.ডি.পি.ও রাজেন্দ্র দত্ত প্রমুখ। রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের এডভোকেট রাজশ্রী পুরকায়স্থ, উদয়পুর কোর্টের এডভোকেট সুমনতা চক্রবর্তী এবং এডভোকেট নন্দীতা মাসচরক এবং তেপানিয়া আর.ডি. ব্লকের বি.ডি.ও সঞ্জিত চাকমা।

আলোচনায় ড. প্রণতি মোদক বলেন, নারীরা নানা ভাবে নির্যাতিত তাই নারীরা আইনি সচেতন হলে নিজের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন হতে পারবে। তিনি নারীদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সাংবিধানে নারী পুরুষের জন্য সমান অধিকার দেওয়া হলেও নারীরা প্রাপ্য অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত তাই আইন সম্পর্কে নারীদের সচেতন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সাব্রুমে দক্ষিণায়ন বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন

সাব্রুম, ০৫ জানুয়ারী ।। সাব্রুম মহকুমার মনুবাজারে গতকাল নবনির্মিত ত্রিতল মার্কেট স্টলের দ্বারোদঘাটন করেন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। নতুন এই মার্কেট স্টলের নাম দেওয়া হয়েছে দক্ষিণায়ন বিপনন কেন্দ্র। দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, শহরের মতো ব্যবসার সুবিধা বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যন্ত গ্রামের বাজারেও পৌছে দিচ্ছে। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের জন্য রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদি পরিকাঠামো ও পরিষেবামূলক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যবসার জন্য নতুন নতুন মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামীণ মানুষের রোজগার বাড়ানোর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে শান্তি ও গণতান্ত্রিক বাতাবরণ রয়েছে বলেই এসব উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বিধায়ক রীতা কর মজুমদার ও প্রভাত চৌধুরী। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা, মনুবাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক সুব্রত কর্মকার ও ব্যবসায়ী উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কুমার দেবনাথ আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সঞ্জিত রিয়াং। দক্ষিণায়ন বিপনন কেন্দ্রে ৪১ জনের জন্য ব্যবসার স্টল রয়েছে। এছাড়া, ৬০ জন ব্যবসায়ীর মাছ-মাংস ও সবজি বিক্রির ব্যবস্থাও রয়েছে। ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিপনন কেন্দ্রটি তৈরী করা হয়েছে। দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনু বাজার পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিমা দাস (সাহা)।

রাধারমণ দত্ত স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

কমলপুর, ০৫ জানুয়ারী ।। লোক কবি রাধারমণ দত্ত স্মৃতি উৎসব সম্প্রতি মহকুমার এড়ারপার চৌমুহনীতে অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিন ব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, রাধারমণ দত্তের গানে মানব প্রেম ও মানবতার জয়গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর গানের মধ্যে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃতি চর্চা মানুষকে স্বপ্ন দেখতে, ভালবাসতে, উদার হতে, শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে সাহায্য করে। তেমনি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং সংগ্রামীও করে তুলতে পারে। সম্মানিত অতিথি হিসাবে বিধায়ক অঞ্জন দাস বলেন, দেশজুড়ে যে হানাহানি ও সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে রাধারমণ দত্তের গান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিজয়লক্ষ্মী সিনহা, প্রাক্তন বিধায়ক বিজয় রায়, দক্ষিণ মানিকভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রসিজ উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্গাচৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমলপুর মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

খোয়াইয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির উদ্বোধন

খোয়াই, ০৫ জানুয়ারী ।। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা বাড়ীর উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতল পাকা বাড়ীর উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য যখন পূর্ণ রাজ্যের স্বীকৃতি পায় তখন রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬০০টি। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার ৮০০টি, শিক্ষকের সংখ্যা ৪৮ হাজার। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮ লক্ষ। তিনি বলেন, ভারতে এখনো ৩৮ থেকে ৩৯ কোটি মানুষ নিরক্ষর। ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার ৯৭.২২ শতাংশ। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। এতে বিদ্যালয় ছুট মেয়েদের সংখ্যা কমেছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, একটা সময় বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষার পরিকাঠামোর অভাব ছিল। মানব সম্পদের বিকাশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে রাজ্য সরকার। তার সুফল গ্রহণ করতে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সীতেশ দেববর্মা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য, পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন কানন দত্ত, পুর পরিষদ সদস্য কঙ্কন পুরকায়স্থ, শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা নির্মল অধিকারী, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এস দাস, দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ শংকর ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত। ৪৬ কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতল পাকা বাড়ি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

এদিন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী খোয়াই অফিসটিলাস্থিত খোয়াই হ্যান্ডিক্রাফটস ক্লাস্টারের নব নির্মিত অফিস গৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জাইকা প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট নব নির্মিত বাড়ির দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত, খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা এল টি ডার্লং। সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্লদাস।

স্বচ্ছতা নিয়ে চলচ্চিত্র ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা

সোনামুড়া, ৪ জানুয়ারী ।। স্বচ্ছ সংকল্পসে স্বচ্ছ সিদ্ধি এই বিষয়ের উপর সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। কেমতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিধায়ক তপন দাস। সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস। ভারত সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান মন্ত্রণালয়ের আহ্বানে জেলা স্বচ্ছ ভারত মিশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বিভাগে সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে চড়িলাম ব্লকের মামন আচার্য্য। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নলছড় ব্লকের অমিতাভ চক্রবর্তী। ১৮ বছরের উপর সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ বিভাগে প্রথম হয়েছে চড়িলাম ব্লকের অমিত দেববর্মা, দ্বিতীয় নলছড় ব্লকের তপন চক্রবর্তী এবং তৃতীয় চড়িলাম ব্লকের পাপ্পু আচার্য্য। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম মোহনভোগ ব্লকের ইজিকেল দেববর্মা, দ্বিতীয় নলছড় ব্লকের পপি নমঃ এবং তৃতীয় নলছড় ব্লকের শিবব্রত ত্রিপুরা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের যথাক্রমে পনের হাজার, বার হাজার এবং দশ হাজার টাকা করে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের সুস্থতার জন্য সচ্ছতা একান্ত দরকার। তারজন্য পরিস্রুত পানীয় জল পান ও বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন ২০১৯-২০ সালের মধ্যে সিপাহীজলা জেলাকে একশ শতাংশ স্বচ্ছ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক তপন দাস বলেন, মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য সচেতনতার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার ব্যবহার ও পরিস্রুত পানীয় জল পান করার উপর তিনি জোর দেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মানিক লাল দাস, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুকুমার নমঃ এবং জেলা স্বচ্ছ ভারত মিশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সচিব প্রদীপ ভৌমিক।

কিল্লায় বাগানবাড়ি পাকা সেতুর উদ্বোধন

উদয়পুর,০৪ জানুয়ারী ।। আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া কিল্লায় গুংরাই ছড়ার উপর নবনির্মিত বাগানবাড়ি পাকা সেতুর উদ্বোধন করেন। ৪০ মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। এই সেতুটি চালু হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ নানাভাবে উপকৃত হবেন। গুণপদ জমাতিয়া মেমোরিয়্যাল হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া বলেন, সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের কল্যাণ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আনার লক্ষ্যে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছে। প্রতিটি ভিলেজ ও পঞ্চায়েতের সাথে গাড়ি চলাচলের রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন সারা দেশে নজীর সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, উন্নয়নমূলক কাজের কোনও সীমা নেই। উন্নয়নের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো শান্তি। শান্তি থাকলে উন্নয়ন সম্ভব। যারা উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা বলেন, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের নিকট প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক কাজকর্ম অব্যাহত রয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাকে নষ্ট করে দিতে একটা অংশ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সোমেশ দাস। স্বাগত ভাষণ দেন পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার শঙ্কর ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কিল্লা বি এ সি-র চেয়ারম্যান ভক্তসাধন জমাতিয়া। উল্লেখ্য, সেতুর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

আমবাসায় গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

আমবাসা,০৪ জানুয়ারী ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আজ আমবাসা পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন কানাই পাল এর উদ্বোধন করে বলেন, রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকার যুবক-যুবতীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে তোলার লক্ষ্যেই গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে। তিনি বলেন, খেলাধূলার মাধ্যমে সুস্থ মন ও দেহ গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ধলাই জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উপ-অধিকর্তা পাইমং মগ। সভাপতিত্ব করেন আমবাসা পুর পরিষদের সদস্যা অনিমা রায় পাল।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ধলাই জেলা কার্যালয়ের মাঠ সহ পুর পরিষদ এলাকার ডলুবাড়ি গেইট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও গোপাল সর্দার পাড়া হাই স্কুল মাঠে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে দড়ি টানাটানি, কাবাডি, খো-খো, অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল ইত্যাদি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পুর পরিষদ এলাকার সাড়ে চার শতাধিক খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

বৃদ্ধনগরে নানা কর্মসুচি রূপায়িত

আগরতলা,০৪ জানুয়ারী ।। পুরাতন আগরতলা ব্লকের বৃদ্ধনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় ১৩ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ২৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। বৃদ্ধনগর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এই তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে এ বছর এই পঞ্চায়েতের ৭ জন কৃষককে স্প্রে মেশিন, ১ জনকে পাম্প মেশিন, ২৫০ জন কৃষককে ১৬৯ কেজি করে সার, ২০ জন কৃষককে বেগুন, টমেটো, ফুলকপি ও লংকার বীজ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এই পঞ্চায়েতের ৬০ জন কৃষককে ভর্তুকীতে ৫ কেজি করে বোরো ধানবীজ এবং ১৬ জনকে টি পি এস আলুবীজ দেয়া হয়েছে।।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে ২ জন প্রাণী পালককে ১টি করে গাভী দেয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ৩ জনকে কনি জাল দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ জন মৎস্যজীবিকে ৫০০টি করে মাছের পোনা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এবছর প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় এই পঞ্চায়েতের ২টি দরিদ্র পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। এম জি এন রেগায় ও স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ২১৮টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ২৫ জনকে সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে।

ঊনকোটি জেলায় পাওয়ার টিলার পাবেন ৬০ জন কৃষক

কৈলাসহর,০৪ জানুয়ারী ।। গতকাল ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাগৃহে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সমীরণ মালাকার, গৌরনগর ও চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানদ্বয় যথাক্রমে শান্তি সিংহ ও মধুময় মালাকার, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, ঊনকোটি জেলাশাসক সন্দীপ আর রাঠোর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, গত বৎসরে কুমারঘাট ডিভিশনে ৯ কিমি মেটেলিং ও ১৭ কিমি রাস্তা কার্পেটিং করা হয়েছে। কৈলাসহর ডিভিশনে ৪ কিমি মেটেলিং ও ১৪ কিমি রাস্তা কার্পেটিং করা হয়েছে। এছাড়া, ১১টি ক্রস ড্রেইন ও ২ কিমি পাকা ড্রেইন করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের বিল্ডিং এবং আর কে আই ও শ্রীরামপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে। জেলা সংশোধনাগারের নির্মাণ কাজ ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে। কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, গত বৎসরে আউস ও আমন ফসল চাষের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। হর্টিকালচার দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় ৭৭ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফলের বাগান করা হয়েছে। এছাড়া, জেলায় ৬০জন কৃষককে ভর্তুকীতে পাওয়ার টিলার দেয়া হবে। বন্যায় ২৪০০ জন মৎস্যচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের মাছের পোনা দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। জেলায় তপশিলী জাতি পরিবারের ৩২ জন মৎসচাষীকে বেড় জাল ও ৮৯০ জনকে কনি জাল দেয়া হবে। সভায় শ্রম দপ্তরের আধিকারিক জানান, অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পে ১০ হাজার ৯২১ জন ও নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে জেলায় ৭ হাজার ১৫ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, দেওরাছড়া ও ঊনকোটি ভিলেজে চেকডেম নির্মাণ করে পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দুর্গাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

খোয়াই, ৪ জানুয়ারী ।। রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ যাতে মানুষ হাতের কাছেই পান সে জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। গতকাল কল্যাণপুর ব্লকের দুর্গাপুর পঞ্চায়েতে দুর্গাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা একথা বলেন। ১০ শয্যা বিশিষ্ট দ্বিতল এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ এখন গ্রাম স্তরেও পৌঁছে গেছে। রাজ্যে মৃত্যুর হার কমেছে। রাজ্যে কয়েকটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজকে নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহকুমাগুলিতে মহকুমা হাসপাতাল ও জেলাগুলিতে জেলা হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হল শান্তি। রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের সুফলগুলি একটা অংশ ভালোভাবে নিতে পারছে না। তারা বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। শান্তি ও ঐক্যের বাতাবরণ অক্ষুন্ন রাখতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস বলেন, মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে মানুষের কল্যাণে উন্নয়নমূলক কাজ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ এন ডার্লং। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পি কে মজুমদার, পূর্ত্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার সহ অন্যান্যরা। সভাপতিত্ব করেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুনীল মুন্ডা। অন্যদিকে, এদিন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় ৬৮৮০ শ্রম দিবসের কর্ম সংস্থান

আগরতলা, ৪ জানুয়ারী ।। পুরাতন আগরতলা ব্লকের দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে চলতি অর্থ বছরে এম জি এন রেগায় এ পর্যন্ত ৬৮৮০টি শ্রম দিবসের কর্ম সংস্থান হয়েছে। বিভিন্ন সম্পদ সৃষ্টি করতে ব্যয় হয়েছে ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৩৬ টাকা। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ৮৪ হাজার ৬৭০ টাকা ব্যয়ে হাওড়া নদীর পাড় বাঁধার কাজ চলছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮০১ টাকা ব্যয়ে দলুরাতে শ্মশান ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক সহায়তায় এই পঞ্চায়েতের প্রাণী পালনের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ১০ জনকে হাঁস, ১০ জনকে মুরগী, ৬ জনকে ছাগল, ২ জনকে গাভী এবং ২ জনকে শূকর দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০ জন কৃষককে টমেটো, বেগুন, মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুগডাল ও মাসকলাইয়ের বীজ দেয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ২৫ জন কৃষককে আলুবীজ ও বরো ধানের বীজ দেয়া হয়েছে। ৭০ জন কৃষককে দেয়া হয়েছে সার। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ৩ জন মৎস্যজীবিকে কনি জাল দেয়া হয়েছে। আরো ১১ জনকে কনি জাল দেয়া হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০ জন মৎস্যজীবিকে ৫০০টি করে মাছের পোনা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের ১২ জনকে সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে। দলুরা পঞ্চায়েত থেকে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে।

কুমারী মধুতী রূপশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির উদ্বোধন

খোয়াই,০৪ জানুয়ারী ।। পদ্মবিল ব্লকের ক্ষীরোদনগর এ ডি সি ভিলেজে কুমারী মধুতী রূপশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকাবাড়ির আজ উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। পাকাবাড়ি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। দ্বিতল বাড়িতে ১৩টি শ্রেণী কক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকের ঘর, শিক্ষকদের ঘর, অফিস ঘর রয়েছে।

নতুন বাড়ির উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো সবার কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, শিক্ষা মানুষের চেতনা বাড়ায়, আরও ভালোভাবে ভালোমন্দ বুঝতে সাহায্য করে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেবের হাত ধরে রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু করা হয়। এই কাজ এখনও চলছে। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এ ডি সি-র চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক পদ্মকুমার দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশালগড়ে আইনী সচেতনতা অনুষ্ঠান ৮ জানুয়ারী

আগরতলা,০৪ জানুয়ারী ।। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন বিশালগড় মহকুমার করইমুড়ায় ছায়ানট কমিউনিটি হলে মহিলাদের জন্য দুই দিনের আইনী সচেতনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আগামী ৮ এবং ৯ জানুয়ারী সকাল ১১টা থেকে সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি শুরু হবে। এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।